অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
সমকাল

তারিখঃ ০৭-০৪-২০২৫ (পৃঃ ১৫)

দেশে চাল উৎপাদন বাড়ছে গমের বাজার ইতিবাচক

■ সমকাল প্রতিবেদক

ধান, চাল, গম ও ভুট্টা উৎপাদনে আগের বছরের রেকর্ড ভাঙতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। গত বছর ভয়াবহ বন্যাসহ নানা দুর্যোগ সত্ত্বেও এ বছর খাদ্য উৎপাদন বাড়তে পারে। দেশের তিনটি মৌসুমে চাল উৎপাদন ২০২৫-২৬ বিপণন বছরে ৩৭ দশমিক ৫৫ মিলিয়ন টনে পৌঁছাবে, যা আগের বছরের চেয়ে ২ দশমিক ৬ শতাংশ বেশি। চালের মোট চাহিদা ৩৮ মিলিয়ন টনে পৌঁছাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যা জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রাণিখাদ্য শিল্পে চাল ব্যবহারের কারণে সামান্য বেড়েছে। আর ২০২৫-২৬ অর্থবছরে গম উৎপাদন ১১ লাখ টনে পৌঁছাবে।

গত শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের ফরেন এগ্রিকালচারাল সার্ভিসের (এফএএস) প্রতিবেদনে এ পূর্বাভাস মিলেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ধান বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শস্য এবং দেশের খাদ্য নিরাপত্তার প্রধান স্তম্ভ। বাংলাদেশে জনসংখ্যা প্রায় ১৭১ মিলিয়ন, অর্থাৎ ১৭ দশমিক ২ কোটি। বন্যার মতো বড় দুর্যোগেও কৃষি ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বে বর্তমানে চীন ও ভারতের পর বাংলাদেশ তৃতীয় বৃহত্তম চাল উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে অবস্থান করছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, উচ্চ চালের দাম বিবেচনায় নিয়ে সরকার আমদানি শুল্ক ২ শতাংশে নামিয়ে এনেছে। ফলে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে চাল

এফএএসের পূর্বাভাস

আমদানি ৬ লাখ টনে নামবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যা আগের বছরের তুলনায় ২ লাখ টন কম। চাল উৎপাদনের পাশাপাশি অন্যান্য খাদ্যশস্য যেমন গম ও ভুট্টার উৎপাদন ও চাহিদাতেও ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দেশীয় বাজারে চালের দাম বেশি থাকায় গমের চাহিদা বেড়েছে এবং পশু খাদ্য শিল্পে গমের ব্যবহারও বাড়ছে।

এফএএস জানিয়েছে, শীতকাল ছোট হওয়া ও উচ্চ তাপমাত্রার কারণে গম উৎপাদনে আবহাওয়ার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। দাম কম, সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নত এবং দেশীয় বাজারে চাহিদা বেশি থাকায় ২০২৪ সালের এপ্রিল থেকে বাংলাদেশ কৃষ্ণসাগরীয় অঞ্চল থেকে বেশি পরিমাণে গম আমদানি করছে।

২০২৫-২৬ অর্থবছরে গম উৎপাদন ১১ লাখ টনে পৌঁছাবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, যা আগের বছরের মতোই থাকবে। তবে এই সময়ে গম আমদানি সামান্য বেড়ে ৬ দশমিক ৯ মিলিয়ন টনে দাঁড়াবে। এর মধ্যে ৯০ শতাংশই আমদানি করবে বেসরকারি খাত। অন্যদিকে, উচ্চ ফলন ও বাজারদরের কারণে ভুট্টা এখন লাভজনক ফসলে পরিণত হয়েছে। এফএএস জানিয়েছে, ধানের পর আবাদ ও উৎপাদনের দিক থেকে ভুট্টা এখন দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শস্য।

২০২৫-২৬ অর্থবছরে ভুট্টার উৎপাদন ৫ দশমিক ৮ মিলিয়ন টনে পৌঁছাবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। প্রাণিখাদ্য শিল্পে ব্যাপক চাহিদার কারণে ভুট্টা আমদানিও বাড়বে। এই সময়ে ভুট্টার মোট চাহিদা ৭ দশমিক ৩ মিলিয়ন টনে পৌঁছাবে বলে জানানো হয়েছে, যেখানে আগের বছর ছিল ৭ দশমিক ১ মিলিয়ন টন।

ফরেন এগ্রিকালচারাল সার্ভিসের মতে, বাংলাদেশের কৃষি খাতে চলমান পরিবর্তন ও বাজারের চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন ব্যবস্থার অভিযোজন দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

কৃষি সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়া বলেন, গত বছরের আগস্টে কৃষক ধানের চারা লাগানোর পরই দেশের বড় অংশজুড়ে ভয়াবহ বন্যা হয়। বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর পরই আমরা দ্রুত কৃষককে নতুন করে বিনামূল্যে ধানের চারা দিয়েছি। এ ছাড়া দানাদার ফসল উৎপাদনেও আমরা জোর দিয়েছিলাম। এবার বোরো ধানের উৎপাদন বাড়াতে সারাদেশে কৃষি মন্ত্রণালয় কাজ করেছে। ফলে বন্যা হলেও কৃষক সহজে ঘুরে দাঁড়াতে পেরেছেন। সবজি ও তরমুজের মতো ফসল উৎপাদনেও এবার রেকর্ড গড়ার আশা করছি।

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

তারিখঃ ০৭-০৪-২০২৫ (পৃঃ ০৬)

কাহারোলে কৃষিশ্রমে ঝুঁকছেন নারীরা

■ কাহারোল (দিনাজপুর) সংবাদদাতা

কাহারোল উপজেলার ছয়টি ইউনিয়নে বোরো ধানের জমি পরিচর্যার কাজ করছেন নারী কৃষিশ্রমিকরা। গতকাল রবিবার উপজেলার রামচন্দ্রপুর গ্রামের দেখা গেছে, নারী শ্রমিকরা বোরো ধানের জমিতে দল বেঁধে নিরানি দিচ্ছেন।

নারী কৃষিশ্রমিক রঞ্জনা রানীর সঙ্গে কথা হলে তিনি বলেন, '২০০ টাকা হাজিরা দিয়ে নিরানি দিচ্ছি ইরি বাড়িত।' অন্য কৃষিশ্রমিক হেমবালা বলেন, '২০০ টাকায় সংসারের খরচ হয় না, বসি না থাকি যা পাই, তাই দিয়ে সংসার কোনো রকমে চালাতে হয়।'

কাহারোল উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, চলতি বোরো মৌসুমে উপজেলায় ৫ হাজার ৫৭০ হেক্টর জমিতে বোরো ধানের চাষ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। তা অতিক্রম করে ৫ হাজার ৭৮০ হেক্টর জমিতে বোরো চাষ করা হয়েছে।

উপজেলার ঈশানপুর গ্রামের কৃষক সামছুল বলেন, ১০ বিঘা জমিতে বোরো ধান রোপণ করেছেন। আগাম জাতের ধানের শিষ বের হতে শুরু করেছে। বর্তমানে আবহাওয়া ভালোই রয়েছে। একই গ্রামের কৃষক মো. মোতালেব বলেন, ২৯, ৮৯ ধানের শিষ আর অল্প কয়েক দিনের মধ্যে বের হবে আশা করছেন। তিনি এবার ৩ একর জমিতে ৮৯ জাতের ধান লাগিয়েছেন। বর্তমানে ধান ভালোই রয়েছে এবং আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে ভালো ফলনের আশা করছেন।

কাহারোল উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মল্লিকা রানী সেহানবীশ বলেন, বোরো ধান চাষের জন্য কৃষকদের সব রকম সহযোগিতা করা হয়েছে। কৃষি বিভাগ কৃষকদের কৃষি বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন রোগ বালাই দমনের জন্য।

কাহারোল (দিনাজপুর) : ধানখেতে নিড়ানির কাজ করছেন নারী শ্রমিকরা —ইত্তেফাক